বদরুদ্দীন উমর

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি শিক্ষাবিরোধী চক্রান্ত

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির ব্যাপারে সরকার ও তাদের জোট সরকারের অন্তর্ভুক্ত দল ইসলামী ঐক্যজোট পুরানা পল্টন মোড়ে চার-পাঁচদিন একটানা যানবাহন চলচল রেখে মুক্তাঙ্গনে যে খেলা দেখিয়েছে তার স্বরূপ বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি। এই পাতানো খেলার উদ্দেশ্য ছিল সরকার এই মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়ার আগে তার পক্ষে লোকদেখানো এক আন্দোলনের মহড়া দেয়া। জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির প্রশ্রয়প্রাপ্ত এই লোকরা মুক্তাঙ্গনে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে সরকারের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলে লম্ফঝম্প করেছে। সচেতন রাজনৈতিক লোকদের কাছে তো বটেই, এমনকি বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তা না করা লোকদের কাছেও এই লম্ফঝম্প হাসির খোরাক ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সরকার এবং এই ইসলামী দলটির নেতৃত্ব নিজেদের অতিচালাক এবং অন্যদের বোকা মনে করে যে খেলা দেখিয়েছে তার মাধ্যমে এদের প্রতারক চরিত্রই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার যে চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তারই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে মাদ্রাসা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার দ্রুত বিস্তার ঘটানো। কিন্তু শুধু এর বিস্তার ঘটিয়েই এই চক্রান্তকারীরা ক্ষান্ত হয়নি, তারা একে এমন অবস্থায় এখন এনে দাঁড় করিয়েছে যাতে কোন প্রকৃত শিক্ষা লাভ না করে মাদ্রাসা ছাত্ররা বিএ, এমএ ডিগ্রির সমতুল্য ডিগ্রি লাভ করতে পারে।

ইসলামের নাম নিয়ে কাজ করলেই সে কাজ পবিত্র ও সঠিক হয়ে যায় না। এরই একটি বড় প্রমাণ হল ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা ফজলুল হক আমিনী, বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব উবায়দুল হক প্রমুখ তথাকথিত আলেমের প্রতারণামূলক আচরণ। জামায়াতে ইসলামী প্রভাবিত এবং অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও মতলববাজদের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে উপরোক্ত ইসলামী নেতাদের সিদ্ধান্ত হওয়ার পরই তাকার মুক্তাঙ্গনে আমিনীর নেতৃত্বে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির জন্য 'জেহাদ' শুরু হয়। এজন্য কয়েক ঘণ্টা নয়, কয়েক দিন ধরে পল্টন মোড়ে মুক্তাঙ্গনের সামনের রাস্তা বন্ধ রেখে সরকারের অনুমতি নিয়েই চলাচল ব্যবস্থা অচল রাখা হয়। সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে আমিনী ঘোষণা করেন, কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত তিনি মুক্তাঙ্গন ছাড়বেন না। কোন বিরোধী দল এভাবে রাস্তা বন্ধ রেখে গলাবাজি করলে সরকারি পুলিশ তাদের পিটিয়ে হটিয়ে দিত। কিন্তু যেখানে জেহাদি ও সরকার পক্ষের যোগসাজশে এই কীর্তি করা হচ্ছে সেখানে এ প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই সরকারি পুলিশের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েই আমিনীর দল কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির জন্য তাদের ইসলামী জেহাদ পরিচালনা করে।

প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছেন তাতে মনে হয় তাদের কাছে এটা কালো টাকা সাদা করার মতো এক ব্যাপার। কাজেই যেভাবে তারা কালো টাকা সাদা করছেন, ঠিক সেভাবেই কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রি বিএ, এমএ ডিগ্রির সমতুল্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার ডিগ্রিকে অন্য ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার

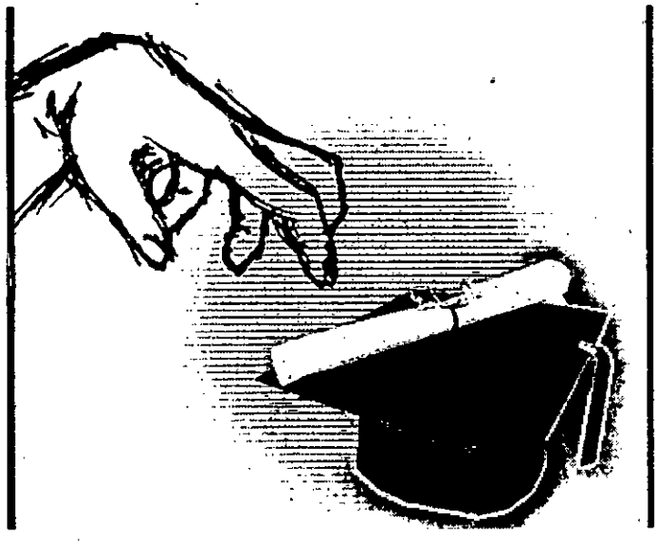

হয়েছে। এজন্য এ শিক্ষাকে অন্য শিক্ষার সঙ্গে এক করে দেখা, উভয়ের মান অভিন্ন মনে করা শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি নয় এ হল ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এক ধরনের বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

যারা মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ বিএ, এমএ ক্লাসের শিক্ষার সমতুল্য করে সাধারণ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা করে, তাদের উচিত মাদ্রাসা শিক্ষা না নিয়ে সাধারণ স্কুল-কলেজে পড়া, যার ব্যবস্থা দেশে আছে। সেই শিক্ষার দিকে না গিয়ে যখন একজন বা একজনের পরিবার ধর্মীয় মাদ্রাসা শিক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে সিদ্ধান্তের অর্থ হল, ধরনের কাজের মধ্যে যাওয়া। মাদ্রাসার সনদ ও সাধারণ বিএ, এমএ ডিগ্রিকে সমতুল্য করার ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ২১ আগস্ট দরবার জাতীয় এক অনুষ্ঠানে আশা প্রকাশ করেন যে, কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা অন্যদের সমতুল্য হয়ে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে। কীভাবে হঠাৎ তারা দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে? প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মধ্যে কি এমন মন্ত্র বা জাদু আছে যার দ্বারা রাতারাতি কওমি মাদ্রাসায় পাস করা ছাত্ররা 'দেশের উন্নয়নে' আত্মনিয়োগ করার যোগ্যতা অর্জন করবে? মতলববাজির একটা দিক এই যে, কোন বিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা তার মধ্যে থাকে না। কোন ব্যাপার যদি থাকে তাহলে সাধারণ শিক্ষার বাইরে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন যৌক্তিকতাই থাকে না। সে ক্ষেত্রে পুরো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে, একাধিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে এবং সার্বজনীন ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা দরকার, যার দাবি হল এ দেশের গণতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের এক উচ্চারিত দাবি।

কওমি মাদ্রাসার সনদ, অন্য মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিলকে সাধারণ বিএ, এমএ ডিগ্রির সমতুল্য করার দাবির মধ্যে যে চেষ্টা আছে তা হল বিএ, এমএ ডিগ্রিধারীরা যেসব চাকরি লাভ করে সেই চাকরিতে ঢোকার দরজা খোলার ব্যবস্থা। এর অর্থ দাঁড়ায় দুই ধরনের শিক্ষা লাভ করে এক এবং অভিন্ন হয় না।

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন সব বিষয় পড়ানো হয় কী তার পাঠক্রম? এই পাঠক্রমের সঙ্গে দেশের উন্নয়ন চিন্তার কী সম্পর্ক? দেখা যাবে, প্রধানমন্ত্রী অথবা তার মন্ত্রীমণ্ডলীর এসব বিবেচনার প্রয়োজন নেই। কাজেই তারা নিজেরাও জানেন না কওমি মাদ্রাসার পাঠক্রমের মধ্যে কী আছে, যা আছে তার সঙ্গে আধুনিকতার বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে উন্নয়ন চিন্তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা।

যারা কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করে বাজিমাত করেছে তাদেরও এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তবে তারা ভালোভাবেই জানে তারা কী চায়। বাংলাদেশে 'ইসলামী শাসন' প্রতিষ্ঠার জন্যই তাদের এই আন্দোলন। এই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দরকার সরকারি প্রশাসনের কর্মচারী হওয়া, তার জন্য পরীক্ষার মহড়া দেয়া। তাদের সনদ বিএ, এমএ ডিগ্রির সমতুল্য হলে এই মহড়ার দরজার তাদের সামনে আর বন্ধ রাখবে কে? এই দরজা দিয়ে ঢুকে প্রশাসনের সব জায়গা দখল করে তারা ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হোক আর নাই হোক, 'হুজুরদের' রাজত্ব অবশ্যই কায়েম হবে।

মাদ্রাসার পরিবেশকে বাংলাদেশে এমনভাবে বিপন্ন করা হয়েছে যাতে এখানে প্রকৃত কোন ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা আজ দেয়া হয় না। যে শিক্ষা এগুলোতে দেয়া হয় তাতে ছাত্ররা আলোকের যাত্রী না হয়ে পরিণত হয় অন্ধকারে জীবে। এই অন্ধকারের গভীর দেশ থেকেই বের হয়ে আসে জেএমবির মতো ক্রিমিনাল সংগঠনের লোকজন, এই গভীর দেশ থেকে বের হয়েই তৈরি হয় ইসলামী ছাত্রশিবিরের মতো ক্রিমিনাল বাহিনী, যারা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস করার কর্মসূচি হাতে নিয়ে কায়েম করে সন্ত্রাসের রাজত্ব।

বাংলাদেশের একের পর এক সরকার, বিশেষত বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার, খুব পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের 'পবিত্র' লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। মাদ্রাসার স্বীকৃতির নামে এই তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণ স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত করে এই সর্বনাশা কর্মসূচি জয়যাত্রা অনেক আগেই শুরু হয়েছে। এখন কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে এই জয়যাত্রা একটা পরিণতি লাভ করল।

এসবই হল বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর নিকৃষ্টতম অংশের এক গণবিরোধী চক্রান্ত। দেশে সুস্থ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। এই চক্রান্তকে বাহ্যত যাই মনে হোক আসলে এটা দেশের জনগণের বিরুদ্ধে, এমনকি এ গরিবদের সন্তানরা এই মাদ্রাসাগুলোতে লেখাপড়া করে তাদের বিরুদ্ধেও এক রাজনৈতিক চক্রান্ত। এ কারণে এর পুরোভাগে চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলো আছে।

এদের চক্রান্ত অবশ্যই প্রতিরোধ করা দরকার এবং এটা করা দরকার রাজনৈতিকভাবেই। চরম প্রতিক্রিয়াশীল এসব শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগ্রামই হল একমাত্র পথ।

AUG 26 2006